

## ধর্মনীতির রূপকথা

বিপ্লব

মুক্তমোনা সম্পাদক অভিজিত রায়, ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার কুফল নিয়ে এক অসাধারণ লেখা লিখেছিলেন।

[http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/odharmiker\\_dhormokotha221005.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/odharmiker_dhormokotha221005.pdf)

মূল বক্তব্য ছিল, সমাজে সুস্থভাবে টিকে থাকার প্রয়োজন থেকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ সৎ থাকে। ধর্মের পাল্লায় পড়লে, সৎ থাকা উচিত, এটা মানুষ তোতাপাখির মতন ধর্মপাঠ করে। কিন্তু বুদ্ধি বন্ধক থাকে ধর্মের অবুঝ আয়াত বা শ্লোকে। ফলে ধার্মিকদের মধ্যে অসৎ লোকের সংখ্যা বেশী। নাস্তিকদের মধ্যে কম।

সমস্যা হচ্ছে এই সহজ সত্যটা বোজার জন্য যুক্তি দরকার। একজনের মাথায় যুক্তি ঢুকলে, সেতো এমনিতেই ধর্ম বর্জন করে চলবে।

ফলে অভিজিতের এই অভেদ্য লেখার পরেও, এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম এই লেখাটা লিখলেন। এবং সেই একই ভাঙা রেকর্ড চালাচ্ছেন। ধর্ম ছারা নাকি নৈতিকতা থাকে না।

অবাধ যৌনাচারের জন্য নাকি লোকে নাস্তিক হয়!

[http://www.shodalap.com/K\\_KISUKOTHA3.pdf](http://www.shodalap.com/K_KISUKOTHA3.pdf)

বদহজমে চোয়া ঢেকুর ওঠে। ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ না গোলালে কাওয়ানের এই লেখার ব্যাখ্যা হয় না। কাওয়ান সাহেব বেশ কিছু জায়গায় বিজ্ঞানবাদের কাছাকাছি এসেও বিজ্ঞানবাদকে ধরতে পারেন নি, মনে সংশয় না থাকায়। সেই ধর্মের অন্ধকূপেই হাবুডুবু খেয়েছেন।

মহম্মদ নিজে সারা জীবন কতটা কোরানের নৈতিকতা মানতে পেরেছেন, সেটা বুঝতে পারলেই উনি ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার সীমাবদ্ধ এবং বিপজ্জনক রূপটা দেখতে পেতেন। বুঝতে পারতেন বিজ্ঞানভিত্তিক নৈতিকতা কেন দরকার।

[১] আমি ধর্ম আর ধার্মিককে আলাদা দেখি। সেটাকে উনি বলছেন অযৌত্বিকতা। উনি বলছেন যুক্তিবাদী হওয়ার সংজ্ঞা হচ্ছে ধর্ম আর ধার্মিকের উপর আক্রমণ এক ভাবে দেখা। তাই ধর্মের ওপর আক্রমণ হলে প্রতিরক্ষার খাতিরে ধর্মিক হত্যাকাণ্ড চালাবে! এটা মেনে নিলে ধার্মিকের সাথে বিললাদেনের পার্থক্য থাকে ?

আমিতো এই জন্যই বলেছিলাম ধার্মিক আর সন্ত্রাসবাদী একই মুদ্রার এদিক ওদিক।

আমি কৃতজ্ঞ মশাই। উনি আমার বিরোধিতা করতে গিয়ে, আমার তত্ত্বটা একদম উদাহরন সহযোগে প্রতিষ্ঠা করে দিলেন।

এবার আরো পরিস্কার করি। ধরুন ঢাকায় কেও প্রকাশ্যে, ইসলামের অত্যাচারের প্রতিবাদে কোরান পোড়ালো। তাকে লোকে মেরে ফেলবে।

এই লোকটা কি কাওকে মেরেছে? একফোটা রক্ত ফেলেছে? কারোর এক ইঞ্চি জমি দখল করেছে?

**তাহলে কোন আত্মরক্ষার অজুহাতে লোকটাকে মেরে ফেলা হবে?**

আরো গভীরে গিয়ে সত্য অনুসন্ধান করুন। দেখবেন আপনারা এই বিধর্মীকে মেরে ফেলছেন কারণ ইনি আপনার ইসলামিক সত্ত্বায় আঘাত করেছে। আবিদ সাহেবকে করা প্রশ্নটা আবার আপনাকে করিঃ

‘

আমি যদি বলি, ‘আপনি কে? ‘ আপনার উত্তর কি হবে?

আপনি মানে কি রক্ত মাংষের মিঃ হারুন?

না কি, মি হারুনের সত্ত্বা মানে, মিঃ হারুন একাধারে পুত্র, পিতা, স্বামী, বন্ধু, ক্রেতা, বিক্রেতা , লেখক, দেশপ্রেমী এবং সমাজসেবী? এই পুত্র, স্বামী, বন্ধু ইত্যাদি সত্ত্বা ছাড়া কি পৃথক কোন মিঃ হারুনের অস্তিত্ব আছে?

নেই। মিঃ হারুন এই নানান সত্ত্বার সমষ্টিগত যোগফল।

তাই যদি সত্য হয়, তাহলে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপালনের মানে কি? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া?

নাকি ধর্ম পালনের সংজ্ঞা দাঁড়াচ্ছে পিতা, পুত্র, স্বামী, বন্ধু, বিক্রেতা ইত্যাদি হিসাবে কর্তব্য পালনের সময় ইসলাম অনুসরণ করা?

প্রথমটা ঠিক নয়, কারণ মিঃ হারুন মানে, পিতা , পুত্র ইত্যাদি সত্ত্বার যোগফল। অর্থাৎ ইসলাম অনুযায়ী পিতা, পুত্র, স্বামী, বন্ধু ইত্যাদি হিসাবে কর্তব্য পালনটাই ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মেনে চলা। সেটাই ধর্ম পালন। অন্যকোন অর্থ সম্ভব নয়।

‘

আপনিও সেটাই বলছেন। মানে আপনার জৈব সত্ত্বার ওপরে ইসলাম স্থান পাচ্ছে। এবার কেও যদি কোরান পোড়ায় আপনার অনুভব হবে, সে আপনাকেই পোড়াচ্ছে। তাই ধার্মিকরা লোকটাকে মেরে ফেলবে। সন্ত্রাসবাদীরা এটাই করে।

সমস্যা হচ্ছে মি কাওয়ানঃ, মহম্মদ নিজেই কোরানবিরোধী কাজ করেছেন, আর সেখানে আপনি কি করে দাবী করছেন, কোরান অক্ষরে অক্ষরে পালন সম্ভব? আপনার কাছে কোন গবেষণা পত্র আছে, সেখান থেকে দেখাতে পারবেন,( গত এক শতকের ইতিহাস থেকে) যে কোরান মেনে, (১০০%) কোন দেশের উন্নতি হয়েছে? জাতির উন্নতি হয়েছে?

বলবেন কেও ১০০% মানে নি তাই হয় নি। ভালো কথা।

আরবের যে দেশগুলো ৭০-৮০% ,মানে তাদের অবস্থা কি?

একটাও বিজ্ঞানী দিতে পারছে এখন? বিশ্বকে কিছু দিতে পারল সন্ত্রাসবাদ ছাড়া গত একশো বছরে? আর সন্ত্রাসবাদের নাম তুললেই প্রথমেই আমেরিকার দিকে আঙুল দেখানো!

এবার সত্য অনুসন্ধান করুন। কেন এমন হল। কেন মহম্মদ নিজেই কোরান মানতেন না। অন্য কারুর পক্ষেই মানা সম্ভব হচ্ছে না। তালিবানদের মতন জোর করে চাপাতে গেলে, মেয়েদের জন্ম বানাতে হচ্ছে।

কারণটা

(১)স্থান

(২)কাল

(৩)পাত্র

ভেদে সমস্যা এবং তার সমাধান আলাদা হয়। তাই একই সমাধান সূত্র , সর্বত্র লাগানো যায় না।

যে মহম্মদ শান্তির সময় দয়া দেখিয়েছেন, যুদ্ধে তিনিই ছিলেন নিষ্ঠুরতম ব্যক্তি। অন্যকে চারটে বিয়ে করতে বলে, নিজেই বিয়ে করে বসলেন অনেক বেশী!

কোরান বিরোধী কাজের জন্য আপনার প্রথমেই মহম্মদকে ধরা উচিত। অন্যদের কোরান না মানার জন্য কেন গালি দিচ্ছেন বুঝলাম না।

[২]আপনি জানতে চেয়েছিলেন যেখানে বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফল নেই, সেখানে মানুষ কি করবে?

উত্তর একটাই। বিজ্ঞান মানে পদ্ধতি। পরীক্ষার পদ্ধতি।

কেন পরীক্ষা?

কারণ বিজ্ঞান মনে করে পৃথিবীতে কোন জ্ঞানই সম্পূর্ণ নয়। কোন সত্যই চিরন্তন নয়। চরম সত্য বলে কিছু নেই।

কোরান বলে তার বানী চরম সত্য।

অর্থাৎ কোরানের মূল বক্তব্যই বিজ্ঞানের দর্শন বিরোধী। সেখানে কোন মূর্খ কোরানে বিজ্ঞান খোঁজে? কোরানকে বিজ্ঞানসম্মত বলা পাগলের প্রলাপ।  
[http://www.faithfreedom.org/Articles/avijitroy/religion\\_modernscience.htm](http://www.faithfreedom.org/Articles/avijitroy/religion_modernscience.htm)

[http://www.faithfreedom.org/Articles/avijitroy/science\\_miracles.htm](http://www.faithfreedom.org/Articles/avijitroy/science_miracles.htm)

<http://answering-islam.org/Responses/It-is-truth/>

আজো বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। কালও থাকবে না। আমাদের বাস্তবজগতের এই অসম্পূর্ণ বিবরণই একমাত্র স্বতসিদ্ধ।

কিন্তু বিজ্ঞানের সত্যঅনুসন্ধানের পদ্ধতি। স্থান কাল পাত্র ভেদে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করায় বিজ্ঞানের কাজ। সেটা সব সময় করা যায়। সেটাই বিজ্ঞানবাদ।

আপনি মানব জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দেখান যেখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি কাজে লাগানো যায় না।

আমি যদি বলি আমি বিষ খাবো, সেটা মানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। বিজ্ঞান সেখানে কিছুই করতে পারে না।

কিন্তু যদি জানতে চান আমার এই মেয়েকে বিয়ে করা ভালো কিনা, বিজ্ঞান আপনাকে সাহায্য করবেঃ

(১) সন্তানের জেনেটিক ত্রুটি থাকবে কি না?

(২) রক্তের গ্রুপ কি হবে?

(৩) ব্যক্তিত্বে মিলবে কি না?

এগুলো কি কোন ধর্মগ্রন্থ দিয়ে হয়? উত্তরগুলো জটিল, সমাধানে কম্পুটার লাগে। ইসলামমাফিক নিজেদের আত্মীয়াদের মধ্যে বিয়ে করতে গেলে, পরবর্তী প্রজন্মে জেনেটিক ত্রুটির পরিমাণ বারবে। তারা দুর্বল হবে।

এরকম হাজারো উদাহরণ দিতে পারি, যেখানে দেখানো যায় ইসলামিক রীতি মেনে সমাজে চলতে গেলে, অর্থনীতি, সমাজ ধ্বসে যাবে।

বাস্তবে যাচ্ছেও। বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শ্রেষ্ঠ! বলবেন কেও কোরান মানে না বলে!

মশাই বিজ্ঞানে এসব ভাববাদী কথার কোন স্থান নেই। আগে দেখান, আধুনিক কালে, কোন দেশ কোরান অক্ষরে অক্ষরে মেনে অর্থনৈতিক এবং মানবিক দিক দিয়ে উন্নতি করেছে। আমরা কিন্তু উলটোটা হাজার হাজার উদাহরন দিয়ে দেখাতে পারি। প্রমান ছারা, আপনি কোরানের যত ঢাক ঢোলই পেটান, কোন থিওরীই গ্রাহ্য হবে না।

[৩] আলোর গতিবেগের ওপর আপনার বক্তব্যে মজা পেয়েছি। তুরনান্বিত মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে ‘ভাবছেন’ শুন্যে আলোর গতিবেগ ধ্রুবক নাও হতে পারে। পরীক্ষালব্ধ প্রমান নেই কিন্তু। তাই এখনো ব্যাপারটা তত্ত্বই। সত্য নয়। মহম্মদের ঈশ্বরের সাথে কথা বলাটা হালুসিনেসন। মহম্মদের আল্লার সাথে কথা বলার নেপথ্যের বিজ্ঞান নিয়ে আমি লিখেছিলাম, না জানলে জেনে নিনঃ

### আধ্যাত্মিকতা কি?

মানুষের মৌলিক চাহিদার তিন স্তর। প্রথমে ক্ষুদার জগতে পৃথিবী গদ্যময়। পেটের ক্ষিদে প্রথম চাহিদা। পেটের চাহিদা মিটলে, সবার প্রথমে মানুষের মনে যৌনাকাঙ্খা জাগে। সেটা যে শুধু দেহমিলনেই প্রকাশ পায় তা নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল থেকে, অপত্য স্নেহের নানান অবচেতন মননে এর প্রকাশ। আগে এটাকে বলা হত ফ্রেয়েডিয়ান-এখন বলা হচ্ছে বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞান। সেটাও যখন তৃপ্ত হয়, তখন জাগে আরো প্রশ্ন-আমি কে? আমার জন্মের উদ্দেশ্য কি? সৃষ্টির প্রতি আমার ভূমিকা কি? সৃষ্টিই বা কি? সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি? এই কৌতুহলের উত্তর খুঁজতে আধ্যাত্মিকতার গুরু-উত্তোরন হয় উন্নততর অপোরাফ অনুভূতিতে। যে মানসিক জগতে ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, হিংসা, কামনা নেই-আছে অনাবিল, অনন্ত আনন্দ।

এই প্রশ্ন মনে জেগে ওঠা কি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার? মোটেও না। মস্তৃষ্কবিজ্ঞানের বিশিষ্ট গবেষক আড্রেও নিউবার্গ তাঁর গ্রন্থ ‘ Why God Won't Go Away ‘ তে জানালেন, আমাদের মস্তৃষ্কের গঠনটাই এমন যে আধ্যাত্মিকতার চাহিদাটা অনেকটাই মৌলিক। সাধন, ভজন এবং প্রার্থনা মস্তৃষ্কের তিনটি অংশের উপর কাজ করে- হাইপোথালামাস, আমিগ ডালা এবং হিপ্পোক্যাম্পাস। এদের সিনক্রোনাইজ করে, প্লাজমা করিস্টল হরমোন নিঃসরণ কমিয়ে দেয়। এতে মানসিক চাপ কমে, মনে আনন্দের ভাব আসে। আরো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে গভীর সাধনার স্তরে, বিজ্ঞানীরা মনের এক নতুন স্তর আবিষ্কার করেছেন-একে বলে unitary states. এই ধাপে সাধকের মনে স্থান কালের ধারণা লোপ পায়-সে নিজেকে অন্য জগতের লোক বলে মনে করে। মস্তৃষ্কের OAA ( orientation association area) বলে একটি স্থান আছে, যা মানুষকে স্থান এবং সময়ের ধারণা দেয়। গভীর সাধনার জগতে OAA কার্য লোপ পায়। ফলে বিচিত্র সব জগৎ বহির্ভূত অনুভূতি হয়-যা এতোদিন অবতার বা নবীদের দল ঐশী অনুভূতি বলে জানিয়ে এসেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাঝে মাঝেই সমাধি হত। ভক্তরা এবং তিনি নিজেও মনে করতেন, ইহজগতের থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলছেন। মহম্মদের আধ্যাত্মিক জীবনেও একই ঘটনা ঘটে- তিনিও গুহার মধ্যে প্রবল সাধনার ফলে, Unitary States প্রাপ্ত হন। এবং জগৎ বহির্ভূত অনুভূতি গুলিকে ঐশ্বরিক অনুভূতি বা ঈশ্বর প্রেরিত বানী বলে ভেবে নেন।

মহম্মদ বা রামকৃষ্ণের সাধনানুভূতিগুলি সত্যই আমাদের পরিচিত জগৎ অনুভূতির (বা আমাদের দৈনন্দিন স্থান কালের ধারণা) থেকে আলাদা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে ঈশ্বর বা আল্লার

কোন গন্ধ নেই। গভীর সাধনার ফলে বস্তুবাদী মনের ইউনিটারী স্তরে তাঁরা ছিলেন-স্থান কালের অনুভূতি লোপ পেয়েছিল। তখনকার নিয়মমত তাঁরা নিজেদের ঈশ্বর প্রেরিত অবতার বলে দাবী করেছেন। এই আবিষ্কার হয়েছে Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) এর মস্তৃক্ষ ইমেজ কাজে লাগিয়ে (২০০৩)।

[৪] আইনস্টাইন স্পিনোজার ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন-যার সাথে বিজ্ঞানবাদের কোন বিরোধ নেই (ঈশ্বর=মহাবিশ্ব বললে বিরোধ হয় না, কিন্তু ঈশ্বর=মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বললে মহাগোল হবে), কিন্তু ইসলামের আছে। স্পিনোজার ঈশ্বর হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সামগ্রিক ছন্দ! রূপ রস এবং গন্ধ! স্পিনোজার এই ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা নন! অনর্থক আইনস্টাইনকে টানবেন না-আমি আরেকটু বেশী টেনে দিলে, তার বক্তব্য ইসলামের বিপক্ষেই যাবে।

এবার আপনার ইসলামের জ্ঞানের কিছু মণি মানিক্য পাঠকের কাছে পেশ করে, আমি বিদায় নিচ্ছিঃ

আপনার তোলা আয়াতগুলো মহম্মদের জীবনী দিয়ে বিশ্লেষণ করছি (আবুল কাশেম এবং মহম্মদ আসগার আমাকে এই আয়াতগুলো বোঝায় সাহায্য করেছেন )

4:29 O ye who believe! Squander not your wealth among yourselves in vanity, except it be a trade by mutual consent, and kill not one another.

Lo! Allah is ever Merciful unto you.

মহম্মদ খাদিজার কাছে সৎ ভাবে কাজ করতেন সেটা জানি, কিন্তু তিনি নিজে কি ব্যবসা করেছেন? তার কোন প্রমাণ আছে? বলতে পারবেন তার ব্যবসাটা কিসের ছিল? তাছারা আরবরা ভালো ব্যবসিক এবং ব্যবসায় এই মূল্যবোধ প্যাগানদের মধ্যেও ছিল, এইটুকু মূল্যবোধ ছারা তো ব্যবসা হয় না।

Verse 4:36 : And serve Allah. Ascribe no thing as partner unto Him. (Show) :kindness unto parents, and unto near kindred, and orphans, and the needy, and unto the neighbour who is of kin (unto you) and the neighbour who is not of kin, and the fellow-traveller and the wayfarer and (the slaves) whom your right hands possess. Lo! Allah loveth not such as are proud and boastful,

আল্লা দয়া করতে বলছেন বোঝা গেল। এবার বলুন

(১)বদরের যুদ্ধে বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করা শত্রুদের মহম্মদ কেন হত্যা করলেন

(২) কুরাজার ৬০০-৯০০ যুদ্ধবন্দীদের কেন গলা কাটার নির্দেশ দিলেন। মদিনার ইহুদিদের ওপর অত্যাচারের কথা ছেরেই দিলাম

(৩) খাইবার যুদ্ধে আত্মসমর্পিত ইহুদিদের কেন হত্যা করলেন?

(৪) যেসব পিতা ইসলাম গ্রহনে পুত্রদের বাধা দেবে তাদের হত্যা করার কেন নির্দেশ দিলেন।  
(উদাহরন হুদায়াফের পিতাকে হত্যা )

Verse 2:177 : It is not righteousness that ye turn your faces to the East and the West; but righteous is he who believeth in Allah and the Last Day and the angels and the Scripture and the prophets; and giveth wealth, for love of Him, to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free; and observeth proper worship and payeth the poor-due. And those who keep their treaty when they make one, and the patient in tribulation and adversity and time of stress. Such are they who are sincere. Such are the Allah-fearing.

প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীতে কে একটাও ধর্ম দেখাতে পারবেন যাতে গরীবদের প্রতি দয়া করার কথা লেখা নেই? এটাতো মহম্মদের বছদিন আগেই পৃথিবীর সব ধর্মেই দেখতে পায়।

কোরানের এই আয়াতে নতুন কি বললো সেটা বলবেন?

[৫] ইসলামের বিষদাঁত ভাঙা নিয়ে আপনার বক্তব্যে মজা পেয়েছি। খৃষ্টান ধর্ম যখন বিষদাঁত খোয়াচ্ছিল, খৃস্টান বিশ্ব জ্ঞানবিজ্ঞানে এগোচ্ছিল। ইসলাম ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছিল। এবং বিষদাঁত না খোয়ানোই ইসলামিক বিশ্ব প্রায় তিন শতক ধরে খৃস্টান বিশ্বের দাসত্ব করে। যার জন্য আপনাকেও অতি প্রিয় ইসলাম ছেড়ে সেই কাফির খৃস্টানদের কাছে কাজ করতে হচ্ছে।

আর আপনি ১০০% বিশুদ্ধ ইসলামের খোয়াব দেখছেন!

ইউটোপিয়ান চিন্তাধারা শুধু কি প্রলাপ?

ইতিহাস বলছে, এই বিশুদ্ধ পৃথিবীর কল্পনা আসলে ভয়ংকর!

ক্যালিফোর্নিয়া

১১/২৪/০৫

